বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন—প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক স্বপ্নের গন্তব্য

সংগৃহীত ছবি

সেন্টমার্টিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা টা অন্যসব পর্যটন এরিয়া থেকে জীবনে স্বরণীয় হয়ে থাকবে।এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন—প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক স্বপ্নের গন্তব্য। আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ও আনন্দময় ভ্রমণ ছিল সেন্টমার্টিন সফর। প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য, নীল জলরাশি ও শান্ত পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে।বঙ্গোপসাগরের জলরাশির বৈচিত্র্যতা যা চোখে দেখার মতো

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ৮ জন বন্ধু মিলে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করে যাত্রা শুরু করি।

আমাদের যাত্রা শুরু হয় ঢাকা থেকে কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত। এরপর টেকনাফ থেকে জাহাজে করে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওনা দিই। জাহাজে বসেই প্রথমবারের মতো বঙ্গোপসাগরের বিশালতা অনুভব করলাম। পানির রঙ ক্রমে গাঢ় নীল হতে থাকে, আর দিগন্ত জুড়ে শুধু জল আর আকাশ। সাগরের ঢেউয়ের শব্দ ও হালকা বাতাস মনের মধ্যে এক প্রশান্তি এনে দেয়।এক মনোরম দৃশ্য যা দেখে চোখ সরে নাহ।

প্রায় দুই ঘন্টা পর আমরা সবাই সেন্টমার্টিন দ্বীপে পৌঁছাই। দ্বীপে নামার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে সাদা বালুর বিচ, সবুজ নারিকেল গাছ আর স্বচ্ছ নীল পানি।দ্বীপটির পরিবেশ খুবই শান্ত এবং পরিচ্ছন্ন। কোনো প্রকার শব্দদূষণ নেই, যান্ত্রিক কোলাহল নেই—এ যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ।এগুলো দেখে আমরা অপলক দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকি।এ কেমন সুন্দর পরিবেশ।

আমরা সেন্টমার্টিন ঘুরে দেখার মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ করেছি ছেঁড়া দ্বীপ। সকালে নৌকায় করে সেখানে যাওয়া হয়। ছেঁড়া দ্বীপে প্রাকৃতিক প্রবাল, ঝিনুক আর নীলচে জলরাশি দেখে মন ভরে যায়। এছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য ছিল অতুলনীয়।

রাতের আকাশে ছিল অসংখ্য তারা—যা শহরের আলো-আঁধারিতে দেখা যায় না। ঝাউ গাছের নিচে বসে তারা গোনা আর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা—এ অভিজ্ঞতা সত্যিই অনন্য।

এখানকার স্থানীয়দের আতিথেয়তা ছিল অসাধারণ। তারা খুবই আন্তরিক এবং বন্ধুবান্ধবের মতো ব্যবহার করে। সেখানকার সি-ফুড (বিশেষ করে লবস্টার ও কাঁকড়া) বেশ সুস্বাদু ও সতেজ। আমরা কাঁকড়া ভুনা আর ভাজা রূপচাঁদা মাছ খেয়ে খুব উপভোগ করেছি।

তবে আমাদের কিছু পরামর্শ , যারা সেখানে যাবেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয়-

পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, তাই কোনো প্লাস্টিক বা ময়লা দ্বীপে ফেলা উচিত নয়।

যারা ভ্রমণে যাবেন, তারা হালকা ব্যাগ, সানস্ক্রিন ও হ্যাট নিতে ভুলবেন না।

রাত কাটানোর জন্য আগে থেকেই হোটেল বুক করে রাখলে ভালো হয়।

সেন্টমার্টিন ভ্রমণ আমাদের জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা ছিল। প্রকৃতির এত কাছাকাছি গিয়ে নিজেদের পড়াশোনার ব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় বের করে শান্তি পাওয়ার এ যেন এক দুর্লভ সুযোগ। যাদের এখনো যাওয়া হয়নি, তাদের বলব—একবার হলেও জীবনে সেন্টমার্টিন ঘুরে আসুন। ফিরে এসে আপনার মন ভালো থাকবে বহুদিন।